সুজাতার চিঠিখানা

এম আর হাসান

ছাইটুকু ঘটের পাত্রে পড়ে আছে
গঁঙ্গায় নামিয়ে দেবো কাল সকালে

সুজাতা কি লিখেছিলে তুমি ?
কি লিখেছিলে,

আজ এই কথাই শেষ কথা
তোমার আমার একটাই আকাশকে ভেঙগে এক টুকরা
তোমার ; এক টুকরা আমার হয়ে গেলো
জীবনের শেষ পাতায় লিখেদিলাম তোমার নাম -
ফেরৎ খামে ভরে রেখেছি
ঠিকানা ঋক্‌বেদ, মহাভারত ।

এইটুকু নিয়ে তুমি যেখানেই যাও
যেখানেই থাকো
যার কাছেই করো আবাস
যাকে যতোটুকুই দাও
এক বর্ণ কেউ বেশী পাবে না আমার থেকে -
আমি তা জানি
এই যেমন ছিলাম তোমার
দুই নয়নের জলে
আদরে, ঘুমের চাদরে
নির্ঘূম রাতের পাশে এগিয়ে দেয়া গ্লাস
মুছিয়ে নেয়া ঠোঁটের পাশে বিন্দু বিন্দু জল ....
থেমে গেছে আজ এইখানে
আমিও থেমে গেছি -
তোমার লিখা চিঠিখানা
মেইল বক্সে বৃষ্টির চুইয়ে যাওয়া জল
ভিজিয়ে দিয়ে গেলো
তিনটা দিন এক পশলা রোদের অপেক্ষা করতে করতে
আগুনে শুকোতে দিলাম
চতুর্থীতেও আকাশের মেঘ কাটেনি
কেন আমার সাথেই এমন হয় ?
কেন আমি-ই তোমার এতো পছন্দের মানুষ, মেঘদূতঃ ?
আগুনে খেয়ে গেলো
জল এসে ভিজিয়ে দিলো

আর কতোটা পুড়লে মানুষ এমন কাঙাল হয়ে
হারিয়ে যায় ?
ভেবো না সুজাতা
তোমার সুখের সংসারে আমি আগুন লাগাতে আসবো না
খয়ে গেছে তোমার শেষ চিঠি
ভাগ্যেও সইলো না পড়ে দেখার
কি লিখেছিলে ? কী লিখেছিলে তুমি ?

সুজাতা
তার অভিকে লিখেছিলো -

প্রিয় অভি,
পারিনি তোমায় আমি নিজের করে রাখতে,
পারিনি পর করে দিতেও ।
এই সুশীল সমাজ এই ছদ্দবেশ এই তোমরা
এই তোমরা
আমায় দিলে না কাছে থাকতে ।
অভিঃ আমার অভিমানী আমায় ক্ষমা করে দিও ।
এই রাতে এই আমার শেষ চিঠি লিখলাম তোমাকে ।

অভাগিনী ।

২৭ শে ডিসেম্বর ২০০৫ সিডনি